যায়যায়দিন

পত্রিকা ... 9 JAN 2000 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

রাবি ক্যাম্পাস থেকে শিবিরকে বের করে দেয়ার ঘোষণা ছাত্রলীগের

রাবি সংবাদদাতা

হল দখল নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রলীগের রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো হলে চলছে ছাত্রলীগের সিট সন্ধান অভিযান, মিছিল-মিটিং ও বৈঠক। যে হলে অভিযান চলছে সে হলেই ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ব্যানার, পোস্টার আর লিফলেট ছেঁড়ার কাজ চলছে। লাগানো হচ্ছে নিজ দলের ব্যানার-স্টিকার। সেই সঙ্গে শিবিরকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ। বর্তমানে রাবিতে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে এ ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।

গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধু হলে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এর আগে হলের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানানো হয়। পরে হল গেটে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের রাবি সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন, আরিফুজ্জামান রনি, আওয়াল, আজিম বিন কামাল উজ্জ্বল, কাওসার, তূর্য প্রমুখ। সমাবেশ থেকে তারা ঘোষণা করেন- এই ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের কোনো প্রেতাত্মাকে থাকতে দেয়া হবে না। তাদের অপমান করে হল থেকে বের করে দেয়া হবে। তারা আরো ঘোষণা করেন, ছাত্রদলের কোনো কুলাঙ্গারকেও এই হলে সহ্য করা হবে না। ছাত্রদল বা শিবিরের কেউ যদি হলে অবস্থান নিতে চায় তবে তাকে তওবা পড়ে পাক-পবিত্র অবস্থায় এই হলে আসতে হবে। নেশাখোর কিংবা কোনো জঙ্গি সংগঠনের কোনো সদস্যের ঠাঁই এ হলে হবে না। এই হল আদর্শের সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের হল।

গতকালও তারা ক্যাম্পাসে শোডাউন করেছে এবং শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক হলে ঢুকে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে থাকা রুমগুলো চিহ্নিত করেছে। যে কোনো সময় এগুলো তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

এদিকে ৫ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে মিছিলের পর দৃশ্যত আর তেমন কোনো কার্যক্রমে আসছে না শিবির। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বহুমুখী কৌশল খুঁজছে তারা। ঘাপটি মেরে আছে শিবির ক্যাডাররা। বিভিন্ন কায়দায় শক্তি সঞ্চয় করছে আর গভীর রাত পর্যন্ত চলছে তাদের গোপন বৈঠক। পর্যবেক্ষণ করছে তাদের মিছিল-পরবর্তী অবস্থা। গতকাল দুপুরে শিবিরের রাবি সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান নোমানীর নেতৃত্বে একটি শোডাউন হয়েছে ক্যাম্পাসে। এতে কয়েকজন সেন্ট্রাল লিডারও ছিলেন বলে জানা গেছে। রাবি শিবিরের তেমন কোনো নেতাকর্মী এখনো গা-ঢাকা দেয়নি; বরং হল ও হলের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই তাদের কমান্ডো স্টাইলে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। বাইরে চলার সময় তারা ব্যবহার করছে ব্যাগ। কোনো স্থানেই তারা বেশি সময় স্থির থাকছে না। অনেকে বলছেন, ব্যাগে তারা অস্ত্র বয়ে বেড়াচ্ছে। সুবিধামতো তা ব্যবহার করা হবে।

৩ ৬